



374766 - মাসোহারা দয়োর ক্ৰত্ৰে সন্তানদরে মধ্যে তারতম্য করার হুকুম?

প্রশ্ন

ছলেদেৰে একজনকে অন্যজনৰে চয়ে বশে দয়োর বশিয়ে আমাৰ একটা জিজ্ঞাসা আছে। আমাৰ পতিমাতা (হাফিয়াহুমুল্লাহ) আমাকে মাসকি ২০০ রয়াল খরচ দনে। যহেতে আমাৰ বয়স ১৭ বছর। আমাৰ ছোট ভাইয়ের বয়স ৯ বছর। সপে পায় ১০০ রয়াল। এখানে আমাৰ কয়কেটা প্রশ্ন আছে: ১। এই অর্থটি কি আমাৰ জন্য হারাম হবে? এর মধ্যে যতটুকু আমি খরচ করছি সটো কি আমাৰ ভাইকে জুলুম করা হল? ২। আমি এ ব্যাপারে আমাৰ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। এই বশে দয়োর ব্যাপারে সপে সন্তুষ্ট। কিন্তু সপে তপে বালগে হয়নি। তাই তার সন্তুষ্টটি কি সহহি? ৩। সর্বশেষে যদি আমাৰ পতিমাতার এই উদ্দেশ্য থাকে যে, আমাৰ ভাইকেও আমাৰ সম পরিমাণ দবিনে তবে সপে যখন আমাৰ মত বড় হবে তখন; এটা কি সমতা বধিান হিসেবে গণ্য হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

উপহারের মত খরচ প্রদানে সন্তানদরে মধ্যে ন্যায্যতা রক্ষা করা কি আবশ্যিক?

উপহার সামগ্রী দয়ো ও কোনে কিছু অনুদান দয়োর ক্ৰত্ৰে সন্তানদরে মধ্যে ন্যায্যতা রক্ষা করা ওয়াজবি। আমরে (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে: “আমি নোমান বনি বাশরি (রাঃ) কে মম্বরতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনছি তিনি বলছিলনে: আমাৰ পতি আমাকে একটা কিছু অনুদান দয়িছিলনে। তখন আ’মরা বনিততে রাওয়াহা বলছেনে: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী করবনে। নোমান বনি বাশরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাছতে এসে বললনে: আমি আমাৰ স্ত্রী আ’মরা বনিততে রাওয়াহার ঘরতে ছলেকে একটা অনুদান দয়িছি। তখন সপে আমাকে নরিদশে দলি আমি যনে আপনাকে সাক্ষী রাখি; হতে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললনে: তুমি তোমাৰ সব ছলেকে অনুরূপ অনুদান দয়িছে? নোমান বললনে: না। তখন তিনি বললনে: আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদরে মাঝে ন্যায় বাস্তবায়ন কর। বর্ণনাকারী বলনে: তখন তিনি ফরিযে যান এবং তার অনুদানটি ফরিযে ননে।”[সহহি বুখারী (২৫৮৭)]

বুখারীর অপর এক রেওয়াজতে (২৬৫০) এসছে: “কোনে অন্যায়তে ক্ৰত্ৰে আমাকে সাক্ষী বানডি না”।

পক্ষান্তরে, খরচতে বশিটি হলো: প্রত্যকে ছলেকে তার প্রয়োজন মাফকি দয়ো হবে। বড়দরে খরচ ছোটদরে খরচতে সমান



নয়। যাই ছলে বশ্ববদ্বিঘালয়ে পড়ে তার খরচ য়ে ছলে প্ৰাইমারীতে পড়ে তার সমান নয়। যাই ছলে বয়িরে বয়সে পৌঁছেছে এবং তার বয়িরে করা প্ৰয়াজেন তার খরচ যাই ছলে বালগে হয়নি কিংবা বালগে হলওে বয়িরে প্ৰয়াজেন হয়নি তার খরচরে সমান নয়।

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে (৩/৩০৯) বলনে: “পতিমাতা এবং অন্য সব আত্মীয়রে উপর যারা আত্মীয়তারসূত্রে তাদরে থকে মরিছ (উত্তরাধিকার সম্পত্তি) পায় তাদরে মধ্যে অনুদান দয়োর ক্ষত্রে ন্যায্যতা বধিান করা ওয়াজবি; তিনি সন্তান হন, পতি হন, মা হন, ভাই হন, ছলে হন, চাচা হন, চাচাতো ভাই হন। তবে তুচ্ছ জনিসিরে ক্ষত্রে ওয়াজবি নয়; যহেতু তুচ্ছ জনিসি ক্ষমারহ; এতে তমেন প্ৰভাব পড়ে না...। তবে খরচ ও পোশাকরে বধিয়ার্টি এর ব্যতকিরম। এক্ষত্রে প্ৰয়াজেন মাফকি দয়ো আবশ্যক; সমতা বধিান নয়।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) অনুদান ও খরচরে মধ্যে পার্থক্য চহ্নিতি করতে গয়িরে বলনে:

“গ্নন্থকার ‘অনুদান’ শব্দরে মাধ্যমে আমাদরেকে জানয়িছেনে য়ে, খরচরে ক্ষত্রে তাদরে মাঝে তাদরে মরিছরে অধিকার অনুযায়ী ন্যায় বধিান করা ওয়াজবি নয়। বরং ন্যায় বধিান করতে হবো তাদরে প্ৰয়াজেন অনুপাতে। সন্তানদরে খরচ দয়োর ক্ষত্রে তাদরে প্ৰয়াজেন অনুপাতে ন্যায্যতা বধিান করতে হবো। ধরে নয়ো যাক ময়ে সন্তান গরীব এবং ছলে সন্তান ধনী। এক্ষত্রে ময়েকে খরচ দয়ো হবো। এর বপিরীতে ছলেকে কছিই দয়ো হবো না। কেনো খরচ দয়ো হছে তার প্ৰয়াজেন মটিনোর জন্য। তাই খরচরে ক্ষত্রে সন্তানদরে মাঝে ন্যায্যতা বধিান হছে— প্ৰত্যেকেকে তার প্ৰয়াজেন মাফকি খরচ দয়ো।

ধরে নহি: সন্তানদরে একজন মাদ্রাসায় পড়ে। তার মাদ্রাসার খরচ প্ৰয়াজেন। বই, খাতা, কলম, কালি ইত্যাদি প্ৰয়াজেন। অন্য এক ছলে তার চয়ে বড়। কনিতু সে পড়ে না বধিয়ার তার এগুলোর দরকার নহে। তাই প্ৰথমজনকে এগুলো দয়ো হলে দ্বিতীয় জনকেও কি অনুরূপ দতি হবো? জবাব হল: না। কারণ খরচ দয়োর ক্ষত্রে ন্যায্যতা বধিান হলো: প্ৰত্যেকেকে তার প্ৰয়াজেন মাফকি দয়ো।

এর উদাহরণ: ছলে সন্তানরে যদি রুমাল ও টুপরি প্ৰয়াজেন হয় যগুলোর মূল্য হছে ১০০ রয়াল। আর ময়ে সন্তানরে কানরে দুল প্ৰয়াজেন হয়; যগুলোর মূল্য হছে ১০০০ রয়াল। এক্ষত্রে ন্যায্য বধিান কি? জবাব হলো: ছলেরে জন্য ১০০ রয়াল দয়িরে রুমাল ও টুপকিনো এবং ময়রে জন্য ১০০০ রয়াল দয়িরে কানরে দুল কনো; যা ছলে সন্তানরে ভাগরে দশগুণ বশে। এটাই ন্যায্য বধিান।

আরকেটি উদাহরণ: ছলেদরে একজনরে বয়িরে প্ৰয়াজেন। অন্যজনরে বয়িরে প্ৰয়াজেন নাই। এক্ষত্রে ন্যায্যতা কি? জবাব: যার বয়িরে প্ৰয়াজেন তাকে খরচ দয়ো; আর যার বয়িরে প্ৰয়াজেন নাই তাকে কছিই না দয়ো। এ কারণে কছি কছি মানুষ যা করে থাকনে সেটো ভুল। তিনি তার ছলেদরে মধ্যে যারা বালগে হয়ছেনে তাদরেকে বয়িরে করয়িছেনে। আর ছোট ছলেদরে ব্যাপারে



ওসয়িতপত্র লেখি যান: আমার যে ছলেরো বয়ি করনে আমি আমার সম্পদরে এক তৃতীয়াংশ থকে তাদরে প্রত্থকেক বয়ি করানোর জন্য ওসয়িত করে যাচ্ছি। এটি জায়যে নয়। কনেনা বয়ি করানো প্রয়োজন মটিনো শ্রণীয়। এই ছলেরো তো বয়িরে বয়সে পট্টেনি। তাই তাদরে জন্য ওসয়িত করা হারাম। এমন ওসয়িত সংঘটিত হবে না। এমনকি ওয়ারশিদরে জন্য এমন ওসয়িত বাস্তবায়ন করা জায়যে নয়; তবে তাদরে মধ্যবে বালগে সুবোধ কটে যদি তার মরিছরে ভাগ থকে অনুমতি দিয়ে তাহলে অসুবধি নাই।”[আশ্-শারহুল মুমতি (৪/৫৯৯)]

উপরোকত আলোচনার ভিত্তিতে আপনাদরেকে প্রদয়ে মাসোহারা যদি খরচ হিসেবে দয়ো হয় অর্থাৎ প্রত্থকেক পোশাক, মাদ্রাসার সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রয়োজন অনুপাতে দয়ো হয় তাহলে এতে সমতা নরিপন করা ওয়াজবি নয়। বরং আপনাদরে দুইজনরে প্রত্থকেক তার প্রয়োজন অনুপাতে দয়ো হবে।

আর যদি প্রদয়ে মাসোহারা প্রয়োজনরে অতিরিক্ত দয়ো হয় তাহলে এটি অনুদান শ্রণীয়; যক্ষেত্রে সমতা বধিান করা অনবির্য়।

ধরে নহি আপনার খাওয়া, পানীয়, পোশাক, মাদ্রাসার যাতায়াত ভাড়া ইত্যাদির জন্য ১৫০ রয়াল লাগে; আর ৫০ রয়াল উদ্ধৃত্ত দয়ো হয়। তাহলে এই পঞ্চাশ রয়াল উপহার। এক্ষেত্রে সমতা বধিান করা অনবির্য়। তাই আপনার ভাইকটে অনুরূপ ৫০ রয়াল দয়ো ওয়াজবি হবে; যদি ধরে নয়ো হয় যে, তাকে দয়ো ১০০ রয়ালরে পুরাটুকু তার খরচ হয়ে যায়।

বশেরিভাগ ক্ষেত্রে মাসোহারা এটি খরচ শ্রণীয়; হবো (উপহার) শ্রণীয় নয়। তাই এইক্ষেত্রে এক ছলে থকে অপর ছলেকে পার্থক্য করাতে কোন আপত্তি নহি।

দুই: অন্যকে কোনে কিছু বশে দয়োর প্রতি সন্তুষ্টসিচক অনুমতি কোনটি?

হবো (উপহার) করার ক্ষেত্রে কাউকে বশে দয়ো বধে যদি যাকে কম দয়ো হলো সে অনুমতি দিয়ে। তবে যে ব্যক্তি লনেদনে করার উপযুক্ত কবেল তার অনুমতি ধরতব্য হবে। এমন ব্যক্তি হলো যে প্রাপ্তবয়স্ক, ববিকিবান ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন। সুবুদ্ধি সম্পন্ন হছে যে ব্যক্তি সম্পদ সুষ্ঠুভাবে খরচ করতে জানে; নরিবোধে বপির্য়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও নরিবোধে অনুমতি ধরতব্য নয়।

কাশ্শাফুল ক্বনি গ্রন্থে (৪/৩১০) বলেন: “পতিমাতা ও অন্যান্য আত্মীয় যাদরে কথা উল্লেখ করা হলো তারা তাদরে ওয়ারশিযোগ্য কিছু আত্মীয়কে অন্যদরে অনুমতি সাপক্ষে বশিষে কিছু দতি পারনে। কনেনা বশিষে কিছু দয়ো হারাম হওয়ার কারণ হলো এটি শত্রুতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল তরী করে। অনুমতি দয়ো হলে সটে নাকচ হয়ে যায়। যদি অন্যদরে অনুমতি ছাড়া কাউকে বশিষে কিছু দনে কথিবা অন্যদরে চয়ে বশে কিছু দনে তাহলে পূর্বকোক্ত কারণে তনি গুনাহগার হবনে।”[সমাপ্ত]



তিনি আরও বলেন (৪/২৯৯): “হবো (উপহার) দায়ের ক্ষত্রে ধর্তব্য হলো এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হওয়া যনি লনেদনে করার উপযুক্ত। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক, নরিবোধ, দাস প্রমুখরে হবোর লনেদনে অন্যান্য লনেদনের মত সঠিক নয়”।[সমাপ্ত]

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আপনার য়ে ভাই এখনও বালগে হয়নি কাউকে হবো (উপহার) হিসিবে বশে দায়ের ক্ষত্রে তার সম্মতি ধর্তব্যযোগ্য নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।